ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

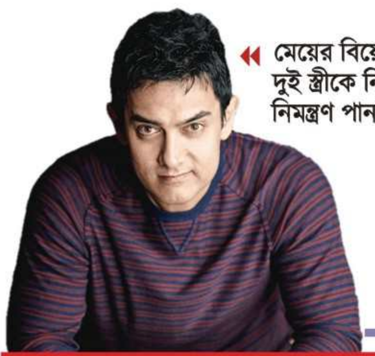

মেয়ের বিয়েতে সাবেক দুই স্ত্রীকে নিয়ে আমির, নিমন্ত্রণ পাননি ফাতিমা!

পৃঃ ৫

এমবাপের গোলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলো পিএসজি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০৮ ● কলকাতা ● ২২ পৌষ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৮ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শাহজাহান চেষ্টা করেও

বাংলাদেশ সীমান্ত পেরোতে পারেননি, বললেন সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান এখন কোথায়? তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি । তারা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আইবি এবং বিএসএফের সাহায্য চেয়েছে। তবে কি তিনি বাংলাদেশে পালিয়েছেন? এই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। কারণ সন্দেশখালি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত খুব দূরে নয়।শুক্রবার সন্দেশখালির ঘটনায় ন্যাজাট থানায় শেখ শাহজাহান ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ইডি। পাল্টা ইডির বিরুদ্ধে বিনা ওয়ারেন্ট ও নোটিসে বাড়িতে ঢুকে হেনস্থার অভিযোগ করেছে শাহজাহানের পরিবার। এছাড়া বসিরহাট জেলা পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। সব মিলিয়ে সন্দেশখালি কাণ্ডে মোট তিনটি মামলা রুজু হয়েছে।

এবার সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহানের নিখোঁজ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, আমাদের কাছে খবর আছে উনি কোথায় আছেন? এঁরা

এরপর ৩ পাতায়

গোটা মাঠের দখল নেবে...

ব্রিগেডে হুঙ্কার মীনাক্ষীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মূল এজেন্ডা ছেড়ে নকল যুদ্ধ নয়? দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' হবে না 'ভারত' হবে, সেই এজেন্ডা নয়, পোশাক নিয়ে বৈষম্যের এজেন্ডা নয়, কে কোন খাবার খাবে, সে সব নিয়েও নয়, সরাসরি প্রশ্ন তুলতে হবে কর্ম সংস্থান, রুটিরুজির মতো আসল এজেন্ডা নিয়ে। মাঠ-ময়দানের দখল নিতে হবে। দখল নেবে তাঁরাই, যাঁরা আসল এজেন্ডা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কথা বলেন।দুপুরে দীনেশ মজুমদার ভবন থেকে ব্রিগেডের উদ্দেশে যাওয়ার সময় চড়েছিলেন দলীয় সতীর্থের মোটরবাইকে। পরনে ছিল একদম সাদামাঠা পোশাক। যে ছবি দেখে মমতার বাইকের পিছনে গন্তব্যে পৌঁছনোর ছবির সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন অনেকেই।

মধ্য তিরিশের আপাদমস্তক আটপৌড়ে মেয়েটার মেঠো উচ্চারণে বক্তৃতা একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে চোখ টেনেছিল সকলেরই। 'হট সিট' নন্দীগ্রামের মমতা-শুভেন্দুর দ্বৈরথের মাঝখানে আলাদা করে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি পেয়েছিলেন রাজ্যজুড়ে। যা বড় একটা কম কথা নয়। মূলত, সেই মীনাক্ষীর কাঁধে ভর করেই এবছরের ব্রিগেড। ঘরে-বাইরে তাঁকেই 'ক্যাপ্টেন' বলে তুলে ধরছে সিপিএম। ব্যানারে, কাটআউটে তাঁর উপস্থিতি সুস্পষ্ট।ব্রিগেডের ময়দানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝাল গলায় এমনই বার্তা দিলেন বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

এদিন ধর্ম নিয়ে রাজনীতির প্রশ্নে তাঁকে তুলোধনা করতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপিকে। তবে দুর্নীতির প্রশ্নে রেয়াত করলেন না 'ইন্ডিয়া'র শরিক তৃণমূলকেও। কিন্তু, এদিন গোটা বক্তৃতাজুড়ে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে স্পষ্ট

এরপর ৩ পাতায়

বালু কন্যাকে

তলব করতে পারেন গোয়েন্দারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আপাতত এসএসকেএম-এ ভর্তি রয়েছেন। তবে রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে এবার তাঁর মেয়েও পড়তে পারেন ইডি-র নজরে। হাসপাতালে থাকাকালীন মেয়েকে দেওয়া চিঠি ইতিমধ্যেই হাতে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। প্রসঙ্গত, শনিবার মধ্যরাতে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন বালু ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য। গতকাল আদালতে ইডি দাবি করে, যে দিন জ্যোতিপ্রিয়র কেবিন থেকে সিসিটিভি তুলে নেওয়া হয়, সেই দিনই প্রিয়দর্শিনী দেখা করেন বাবার সঙ্গে। পরবর্তীতে জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ের থেকে ওই চিঠি উদ্ধার করা হয়। সেই চিঠি লিখেছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় বলে দাবি ইডির। সেখানে লেখা ছিল, টাকার প্রয়োজন পড়লে ডাকু আর শাহজাহানের কাছে যাস্‌। ইডি-র দাবি ডাকু ও শাহজাহান ছাড়াও চিঠিতে আরও দুই রহস্যময় ব্যক্তির নাম রয়েছে। তারা কারা এবং কত টাকা তাদের কাছে রয়েছে সেই তথ্যই পেতে বালুকন্যাকে তলব করতে পারে ইডি।ইডির তরফে জানা গিয়েছে, সেই চিঠিতে লেখা রয়েছে শঙ্কর সহ আরও দুজনের নাম।দরকারে তাঁদের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার পরামর্শ প্রিয়দর্শিনীকে দিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। সূত্রের খবর, ওই রহস্যময় ব্যক্তি কারা তা জানতে বালু কন্যাকে তলব করতে পারেন গোয়েন্দারা। শুধু তাই নয়, তাঁদের কাছে জ্যোতিপ্রিয়র কত টাকা গচ্ছিত রয়েছে সেই প্রশ্নও করতে পারেন গোয়েন্দারা।

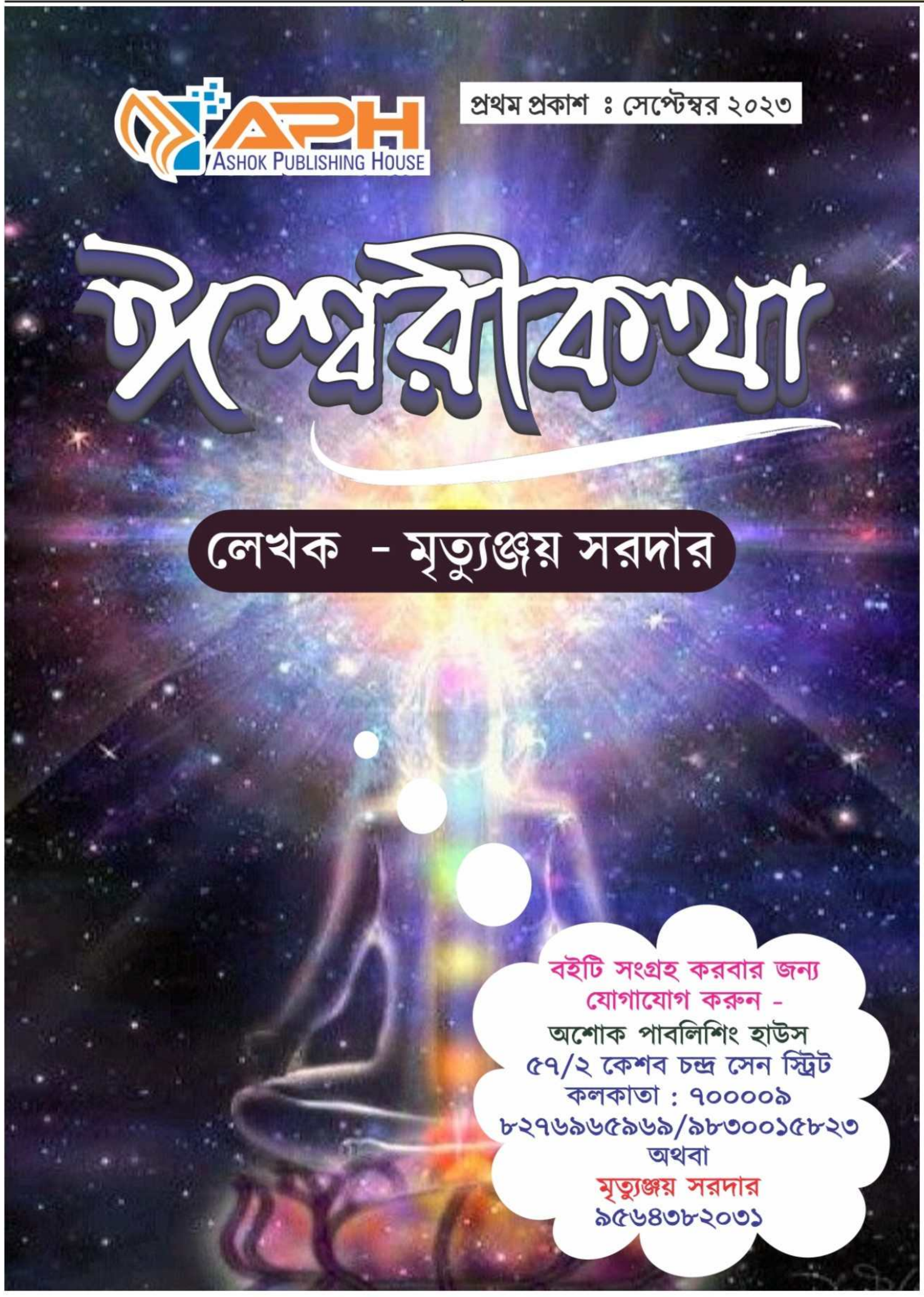

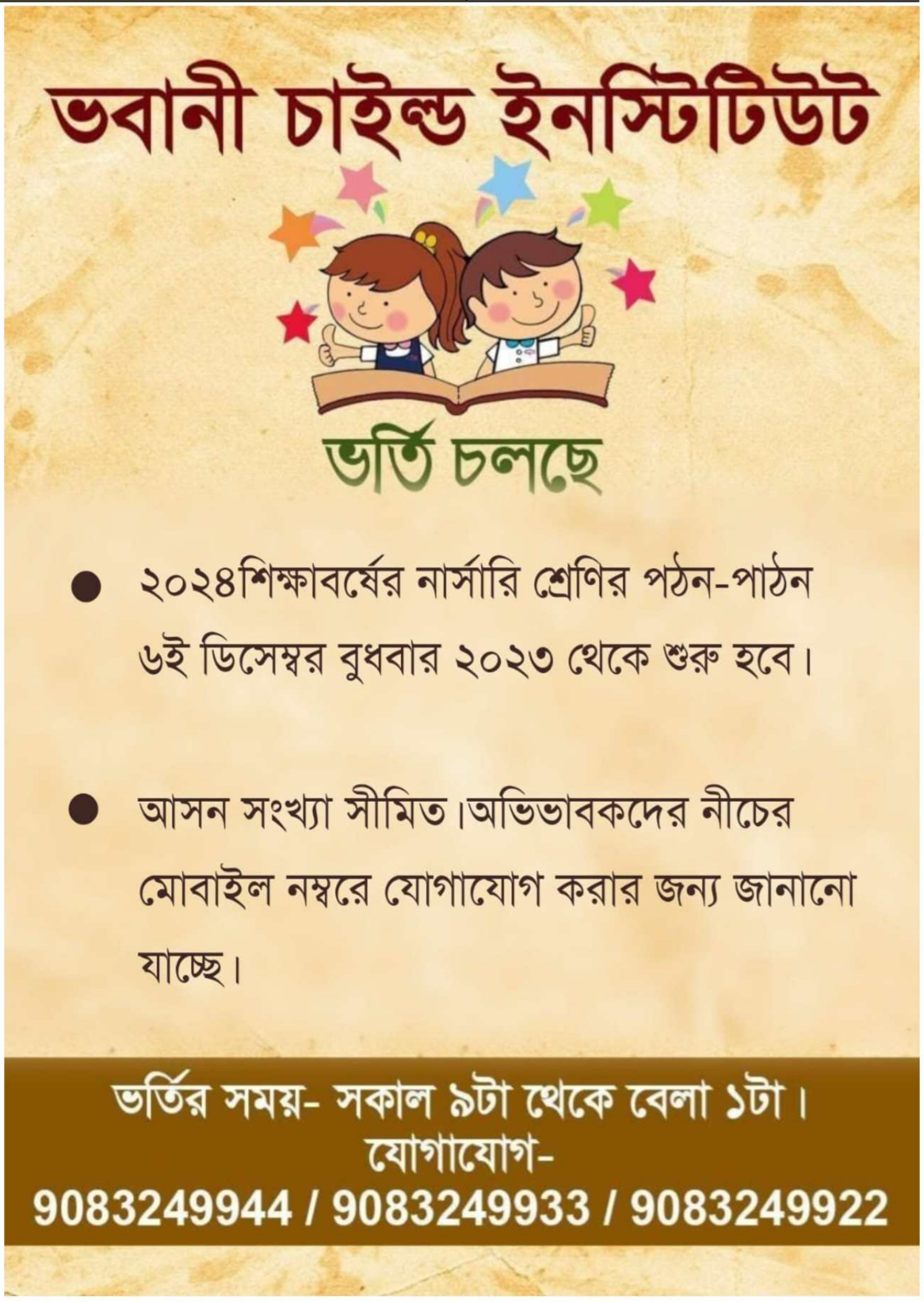

জঙ্গিযোগের তির সুকান্তের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পড়েছে তৃণমূল।শনিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, ''শাহজাহানের জঙ্গি-যোগ আছে।'' তাঁর হুমকি, এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এ সব জায়গায় 'বুলডোজ▯ার' চলবে। পাল্টা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর প্ররোচনার অভিযোগে একযোগে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির দিকে আঙুল তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।শাহজাহানের বিরুদ্ধে সীমান্ত দিয়ে পাচারের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। সুকান্ত বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখব। বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে হবে এখানে। বিশেষত অন্য বুথগুলিতে হার্মাদরা ভর্তি।' তাঁর দাবি, রাজ্যে নিরপেক্ষ ভোট করতে হলে 'ভাল' অফিসারদের আনতে হবে।' সুকান্তের খোঁচা, 'তৃণমূলের কারও রাশিয়ার বান্ধবী, কেউ বিদেশে টাকা পাঠাচ্ছে, কেউ বিদেশি মুদ্রা বিনিময় করে।'ইডি-র তদন্তকারীদের উপরে হামলার প্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ''আমাদের কাছে খবর আছে, রোহিঙ্গাদের নিয়ে এসে শাহজাহান শেখ ভেড়ির পাশে অবৈধ কলোনি তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে সেই খবর আছে। বাংলাদেশের জামাতের সঙ্গে শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।''সন্দেশখালির মতোই বনগাঁয় শঙ্কর আঢ্যের গ্রেফতারির সময়ে যে হামলা হয়েছে, তার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 'ভাইপোর আপ্ত সহায়ক শুক্রবার রাতেই শাহজাহানকে পালিয়ে যেতে বলেছে। এই 'বাঘের' (শাহজাহান শেখ) অবস্থাও 'বীরভূমের বাঘের' (অনুব্রত মণ্ডল) মতো হতে চলেছে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চেয়েছেন। তবে তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপি বড় বড় বাতেলা করছে। চ্যালেঞ্জ করছি, কিছু করে দেখাক। ভিতরে ভিতরে ওদের অন্য কথা চলছে।' সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথায়, 'সব দুর্নীতির সঙ্গে তৃণমূলের মাথারা যুক্ত। রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য পরিকল্পনা করে লোকসভা ভোটে সহানুভূতি পেতে চাইছেন তাঁরা।'প্রকাশ্যে প্ররোচনার কথা বললেও দলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। এই ঘটনায় দলের ক্ষতি হয়েছে মেনে নিয়ে সাংসদ শতাব্দী রায় এ দিন বলেন, 'দল এটা সমর্থন করে না। কাউকে আঘাত করতে বলেওনি।' তবে তাঁর যুক্তি, '১০০ জায়গার মধ্যে দু'টি জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে আইনশৃঙ্খলা খারাপ বলা যায়!' রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথায়, '২০২১ সালের ভোটের পর থেকে লাগাতার তৃণমূলের উপরে এজেন্সিগুলিকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

দিল্লি, কেরলে এই রকম বাধার ঘটনা, কলকাতা বন্দর এলাকায় দেহরক্ষী-সহ এক পুলিশকর্তার খুনের উদাহরণ টেনে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপি বা সিপিএমের এ নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকার নেই।... ঘটনার পরে ইডি রাজ্য পুলিশের কাছে চিঠি দিয়েছে। আগে কেন তা জানানো হল না?' সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গা, বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার গল্প ফাঁদার আগে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করুন বিজেপি নেতারা। সীমান্ত তাঁর অধীনে।' শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার জাঙ্গিপাড়ায় বলেন, 'দুর্ভাগ্য, যখন দেখছি জ্ঞান এত কম থাকা সত্ত্বেও কী করে কিছু ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে গেলেন। তাই তাঁরা বেলাগাম কথা বলে যাচ্ছেন।'' তৃণমূল সাংসদের ইঙ্গিত রাজ্যপাল এবং হাই কোর্টের এক বিচারপতির দিকে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক শিবিরের একাংশ।

তৃণমূল ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়বে, দল যে দায়িত্ব দেবে তাই পালন করব:অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এ তৃণমূল ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়বে। ডায়মন্ড হারবার আমার কাছে অগ্রাধিকার পাবে। তবে দল যে দায়িত্ব দেবে, তাই পালন করব', দলে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্বের জল্পনা উড়িয়ে পৈলানের সভা থেকে বার্তা ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের ।ডায়মন্ড হারবার লোকসভা থেকে অন্য দলের প্রার্থীদের যে সম্ভাব্য নাম শোনা যাচ্ছে, সেই নিয়েও এদিন বলতে শোনা যায় অভিষেককে। তিনি বলেন, 'অনেকে বলছেন আমি ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়ব। লড়তেই পারেন, অসুবিধা কোথায়। ছোট-বড়-মাঝারি যে নেতা আছেন, আসুন, কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ভোটের পর আবার অন্য কোনও অজুহাত দেবেন না। আগেও তো কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করেছেন, ফল কী হয়েছে, সেটা সবাই জানে।' এদিন বার্ধক্য ভাতা প্রদান কর্মসূচিতে তৃণমূল সাংসদকে আরও বলতে শোনা যায়, 'আপনি ২ কোটি চাকরি, ১৫ লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্টে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই করেননি। আমরা যা বলি, তাই করে দেখাই। 'আমরা যে বার্ধক্যভাতা দিচ্ছি, সেটা কোনও দান বা উপকার নয়, এটা আপনার অধিকার।' এর পরই অঙ্গীকার, '১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ার দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিলাম।'বেশ কিছুদিন ধরে তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ কোন্দলের জল্পনা ঘিরে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। এর মধ্যে শোনা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে দল চালাচ্ছেন। আমার যা সামর্থ, সেই অনুযায়ীই কাজ করব।'

তবে একই সঙ্গে তিনি বয়সের সীমাবদ্ধতার কথাও মনে করিয়ে দেন। অভিষেকের কথায়, 'আজ আমার ৭০ বছর বয়স হলে কী পারব দু-আড়াই মাস রাস্তায় হাঁটতে? আমার বয়স এখন কম। তাই পারছি। ৭০ বছর বয়স হলে কী পারব? ২৫ বছরের ছেলে যে পরিশ্রম করতে পারবে, ৫৫-৬০ বছর বয়স হলে তো সে করতে পারবে না। খেলার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য, রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আমি সেই কথাটাই বলেছি।' সঙ্গে এও মনে করান, তিনি ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থী হলে নিজের লোকসভা কেন্দ্রকে দেখবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের কালা ট্রাফিক আইনের প্রতিবাদ

হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা: নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকারের কালা ট্রাফিক আইনের প্রতিবাদে আজ হরিশ্চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ডে সমস্ত যাত্রীবাহী পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হলো এলাকার সমস্ত গাড়ি চালকরা। তাদের দাবি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রাফিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে না হলে তারা রাস্তায় গাড়ি নামাবেন না। তাদের দাবি এই আইনের ফলে কোন দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে ড্রাইভার এর দশ বছরের জেল হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে যা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে। আর এই আইন লাগু হওয়ার পরেই সারা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরেও বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। আজ সকাল থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরে সমস্ত যাত্রীবাহী পরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হয় স্তব্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। এদিন বিভিন্ন এলাকায় ড্রাইভাররা বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত করেন। তাদের দাবি এই আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখবেন তারা।

হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে দীর্ঘদিন ধরে পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ। থানা এলাকার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত ঘরে ঘরে নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপ লাইন কাজ সম্পন্ন হলেও এখনো পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় জলের পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল থেকে শুরু করে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সমস্ত কাজই থমকে আছে। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার আশে-পাশে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ট্যাপ কল বসলেও সদর এলাকা বঞ্চিত, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার বাসিন্দারা। বাস স্ট্যান্ড, হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জল থাকলেও বিকল অবস্থায় পরে রয়েছে।পাশাপাশি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে নিকাশি নালার ব্যবস্থা। প্রায় ১৫ - ২০দিন ধরে ট্যাপকল গুলিতে জল আসছে না। বহু কষ্ট করে লোকের বাড়ি থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। নিজের বাড়ির জল দিতে অনেকেই নারাজ। বাড়ির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জল বহু দূর থেকে জলাশয় নালা কিংবা পুকুর থেকে আনতে হচ্ছে। কিছু কিছু বাড়ির বয়স্করা সেই জল আনতে হিমশিম খাচ্ছে। এদিকে ট্যাপকল গুলিতে জল কখন আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সংস্কারের দোহাই দিয়ে কুড়ি দিন পার হয়ে গেলেও পানীয় জল পরিষেবা এখনো বন্ধ রয়েছে। তাই গ্রামবাসীরা পানীয় জলের জন্য বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বার বার এই নিয়ে পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসন সর্বত্র জানিয়েও কোন ও ফল পাচ্ছিনা এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। কেউ কেউ অভিযোগ করেন দূর দূরান্ত থেকে মাথায় করে জল আনতে হচ্ছে। আর্সেনিক যুক্ত নলকূপের জল খেয়ে থাকতে হচ্ছে। এদিকে ঠিকাদার শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে রেখেছে প্রায় কুড়ি দিন ধরে। পানীয় জলের পরিষেবা কখন পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই বিষয়ে হরিশচন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন বিষয়টি পিএইচই দপ্তরকে জানানো হয়েছে খুব শীঘ্রই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছে মোদি সরকার!

বড়সড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় কমিটির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে দেশের মানুষের কাছে মতামত চাওয়া হল। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন এক দেশ, এক নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটির পক্ষ থেকে পাবলিক নোটিস জারি করে এ বিষয়ে দেশের মানুষের কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। বস্তুত ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরই এক দেশ এক নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আবার বিরোধী শিবির শুরু থেকেই এর বিরোধী। তারা মনে করছে, এই প্রক্রিয়া চালু হলে রাজ্য নির্বাচনগুলিও জাতীয় ইস্যু দ্বারা প্রভাবিত হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের নির্বাচনে যে বৈচিত্র থাকে, সেটাও হারিয়ে যাবে। যাতে আখেরে লাভ বিজেপির।১৫ জানুয়ারির মধ্যে এ বিষয়ে মতামত জানাতে হবে।

নোটিসে বলা হয়েছে, দেশে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির এক যোগে নির্বাচন করার জন্য বর্তমানে যে পরিকাঠামো রয়েছে তাতে কি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, তা জানতে চেয়ে দেশের মানুষের কাছ থেকে লিখিত পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে। আমজনতার কাছ থেকে যে সমস্ত পরামর্শ পাওয়া যাবে তা কমিটির সামনে আলোচনার জন্য রাখা হবে। পরে সাধারণ নাগরিকদের মতামত সম্মিলিত

এরপর ৩ পাতায়

সোমবার গঙ্গাসাগরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। প্রস্তুতি ঘিরে শেষ মুহূর্তের ততপরতা তুঙ্গে। দফায় দফায় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা। এর মধ্যেই কাল, সোমবার গঙ্গাসাগরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফরের আগে শনিবার সাগরে আসেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও দফতরের সচিব প্রভাতকুমার

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

গোটা মাঠের দখল নেবে... ব্রিগেডে হুঙ্কার মীনাক্ষীর

করে কোনও দিকনির্দেশ বা বার্তা দিতে দেখা গেল না তাঁকে। এমনকি, বক্তৃতা করতে গিয়ে কবি কাজি নজরুল ইসলামের কবিতার লাইনও ভুলে গেলেন তিনি।৫০ দিনে জেলায় জেলায় ২৯১০ কিলোমিটার ইনসাফ যাত্রা শেষে ব্রিগেডে আজ সমাবেশ। বিমান বসুর কথায় এদিনের ব্রিগেডে 'ক্যাপ্টেন' ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ই। তিনিই ছিলেন মূল মুখ। লাল-সাদা পতাকায় ভরা ছিল ব্রিগেডের ময়দান। ট্রেনে, বাসে, জলপথে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বাম সমর্থকেরা মিছিল করে হাজির হয়েছিলেন ব্রিগেডে। এদিনের ব্রিগেড সমাবেশ শেষ হয় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বার্তা পড়ে। সেই বার্তাও পাঠ করেন মীনাক্ষী-ই।

শহরের ৭ দিক থেকে এদিন ৭টি ব্রিগেডমুখী মিছিল এসেছিল। যে মিছিলে বারবার এই ব্রিগেডকে 'মীনাক্ষীর ব্রিগেড' বলেই উল্লেখ করছিলেন বাম সমর্থকেরা। শ্লোগান উঠছিল 'মীনাক্ষীর ব্রিগেডে' শামিল হওয়ার। তাঁর কাট আউট পোস্টারে ভরে গিয়েছিল শহর থেকে শহরতলি। এদিন ব্রিগেডের মঞ্চে মূল বক্তাও ছিলেন তিনিই। তাই ব্রিগেডের ময়দান থেকে সেই মীনাক্ষী কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে ছিল সকলেই।

১-ম পাতার পর

শাহজাহান চেষ্টা করেও বাংলাদেশ সীমান্ত পেরোতে পারেননি, বললেন সুকান্ত

বাংলাদেশে জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। হয়তো বাংলাদেশে ভোটার কার্ড আছে। হীরক রানীর রাজত্ব এখন। বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করে পারেননি শাহজাহান। এদিকে শাহজাহান বিতর্কে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, এখানে ইডির লুক আউট নোটিশের গুরুত্ব নেই। উনি কি বিমানবন্দর দিয়ে বিদেশে যাবেন? বাংলাদেশের সঙ্গে এঁদের অবাধ যাতায়াত। এখানে লুক আফটার সরকার রয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রেশন দুর্নীতি নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের ভিত্তিতে ইডি সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায়। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ডাকাডাকির পরও ভিতর থেকে তালাবন্ধ গেট না খোলায় ইডি অফিসারদের সঙ্গে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তালা ভাঙার চেষ্টা করেন। তখনই শাহজাহানের কয়েকশো অনুগামী ইডি অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর চড়াও হয়। তাঁদের মারধর করা হয়। ইডির অফিসারদের ল্যাপটপ, মোবাইল, রেশন দুর্নীতির নথি, মানিব্যাগ ইত্যাদি ছিনতাই করে পালায় স্থানীয়রা। তাদের হাতে বাঁশ, রড ইত্যাদি ছিল। প্রাণ হাতে নিয়ে কোনও মতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে বাঁচেন ইডি অফিসাররা।

২ পাতার পর

এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছে মোদি সরকার! বড়সড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় কমিটির

করে রিপোর্ট তৈরি করবে কমিটি।এক দেশ এক নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মস্তিষ্কপ্রসূত এই পরিকল্পনার সব দিক খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গড়েছে কেন্দ্র। মোট ৮ সদস্যের ওই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।কমিটিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থার প্রাক্তন আধিকারিকদের রাখা হয়েছে। যেমন রয়েছেন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিং। তেমনই রয়েছেন লোকসভার প্রাক্তন সাধারণ সচিব সুভাষ কাশ্যপ এবং বর্ষীয়ান আইনজীবী হরিশ সালভে।প্রাক্তন চিফ ভিজিল্যান্স কমিশনার সঞ্জয় কোঠারি। বিতর্ক এড়াতে কংগ্রেসের লোকসভার নেতা হিসাবে অধীরকে চৌধুরীকেও রাখা হয়। যদিও অধীর পরে নিজেকে সেই কমিটি থেকে সরিয়ে নেন।

২ পাতার পর

সোমবার গঙ্গাসাগরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

মিশ্র, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়।এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'কিউআর কোড'-ও চালু করা হচ্ছে। এই 'কিউআর কোড' মোবাইলে স্ক্যান করে পুণ্যার্থীরা পানীয় জল, শৌচালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাসস্ট্যান্ড, জেটি ঘাট-সহ বিভিন্ন পরিষেবার ব্যাপারে তথ্য পেয়ে যাবেন। মেলায় করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী সব ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে বলেও জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

সেচমন্ত্রী বলেন, 'শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি ঘুরে দেখলাম। মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংয়ের কাজ আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আশা করছি, মেলার সময়ে ১৫-২০ ঘণ্টা ভেসেল চলাচল করবে।' সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো পুণ্যার্থীদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা সাগরে এসে পুণ্যস্নান সেরে সুষ্ঠ ভাবে ফিরতে পারেন। প্রস্তুতি প্রায় শেষ।'

মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখান তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

প্রশাসন সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরে হেলিকপ্টারে গঙ্গাসাগরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজো দেবেন কপিলমুনির মন্দিরে। যাবেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্যালয়ে। কপিলমুনি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জ্ঞানদাস মোহন্তের সঙ্গেও তিনি দেখা করবেন। এ ছাড়া, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে পাথরপ্রতিমা ও নামখানা ব্লকে দু'টি সেতুর উদ্বোধন করবেন। সাগরে এসে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ভবন 'ঊর্মিমুখর'-এ থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করবেন। বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীরা ছাড়াও জেলা প্রশাসনের কর্তারা থাকবেন সেই আলোচনায়। এ দিন হেলিপ্যাডে ওঠা-নামার মহড়া দেয় হেলিকপ্টার।

মন্ত্রী, আধিকারিকেরা এ দিন কাকদ্বীপের লট-৮, কচুবেড়িয়া বাসস্ট্যান্ড, বেনুবন লঞ্চ ঘাট, গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন। মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজ[illegible]িংয়ের কাজ কেমন চলছে, তা-ও ঘুরে দেখেন। বার বার ভাঙনে গঙ্গাসাগরের সমুদ্রতট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেখানে পুণ্যার্থীদের স্নান করতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা।

প্রশাসন জানিয়েছে, মন্দিরের সোজাসুজি সমুদ্রতটে ধস নেমেছিল। নতুন করে সমুদ্রতট গড়ে তোলা হয়েছে। বাফার জ[illegible]োন তৈরি হয়েছে তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য। কচুবেড়িয়া বাসস্ট্যান্ড ও গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ড থেকে মেলা চত্বরে ১ নম্বর থেকে ৫ নম্বর রাস্তা পর্যন্ত আলোর কাজও শেষ হয়েছে।এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'কিউআর কোড'-ও চালু করা হচ্ছে। এই 'কিউআর কোড' মোবাইলে স্ক্যান করে পুণ্যার্থীরা পানীয় জল, শৌচালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাসস্ট্যান্ড, জেটি ঘাট-সহ বিভিন্ন পরিষেবার ব্যাপারে তথ্য পেয়ে যাবেন। মেলায় করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী সব ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে বলেও জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

বিহারে ইন্ডিয়া জোটের আসন বণ্টনে রফা!

১৭ আসনে লড়বে নীতীশের দল, কটিতে কংগ্রেস?

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : জোটের রাজনীতির সবচেয়ে বড় কাঁটা আসন বণ্টন। যদিও সূত্রের খবর, ইন্ডিয়া জোটের আসন ভাগাভাগির প্রথম বৈঠকে বিহারে আসন বণ্টন মোটামুটি চূড়ান্ত হয়েছে। বিগত ভোটের ফলাফলের মাথায় রেখেই নিজেদের অধিকার বুঝে নিয়েছে আরজেডি , জেডিইউ -র মতো আঞ্চলিক দলগুলি।আজ কংগ্রেসের ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স কমিটি বিহারের দলগুলির সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান বৈঠক করে। এর পরেই আসন বণ্টন চূড়ান্ত হয়েছে। বর্তমানে জেডিইউর দখলে রয়েছে ১৬টি লোকসভা। আসন্ন ভোটে অতিরিক্ত একটি আসনে নীতিশের দল। বাকি ২৩ আসন ভাগ হয়েছে আরজেডি, কংগ্রেস এবং বামেদের মধ্যে। উল্লেখ্য, সব ঠিক থাকলে ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক পদ পাওয়া নিশ্চিত নীতীশ কুমারের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জেডিইউ তেমনটাই দাবি। এই বিষয়ে জোটসঙ্গী কংগ্রেসর আপত্তি নেই বলেই জানা গিয়েছে। এই সঙ্গে নির্বিঘ্নে বিহারে আসন বণ্টন বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির জন্য সুখবর বলেই মনে করা হচ্ছে।বিহারে মোট লোকসভা আসন সংখ্যা ৪০। এর মধ্যে নীতীশ কুমারের জেডিইউ লড়বে ১৭ আসেন। অন্যদিকে লালু তথা তেজস্বী যাদবের দল আরজেডিও লড়ব সমসংখ্যক, অর্থাত ১৭টি আসনে। অন্যদিকে কংগ্রেস এরাজ্যে ভোটে দাঁড়াবে ৪ আসনে। বামেরা লড়বে ২টি আসনে। কংগ্রেসকে লোকসভায় ৪টি আসনের পাশাপাশি রাজ্যসভায় একটি আসন ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে

এশিয়ান দেশ গুলোর মধ্যে মিলিটারি জোট তৈরি হতে চলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ন্যাটোর নাম আপনারা সবাই হয়ত শুনে থাকবেন। ন্যাটো বা নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন এই মহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মিলিটারি গ্রুপ যাতে ইউরোপ ও আমেরিকার ৩০ টি দেশ রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে ন্যাটোর মধ্যে কোনও এশিয়ান দেশ নেই যার প্রধান কারন হচ্ছে ন্যাটো তৈরি হয়েছিল পশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন কে প্রতিরোধ করতে।এতক্ষণ তো আলোচনা করলাম কেন এশিয়ান দেশ গুলোর মধ্যে জোট দরকার, এবার বলি কীভাবে এটা সম্ভব হবে। বঙ্গোপসাগরের আশেপাশের বিমস্টেক সংগঠন সামুদ্রিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম। অন্যদিকে সার্ক নিজেদের দেশেই একটি শক্তিশালী মিলিটারি সংগঠন তৈরি করতে সক্ষম যা ন্যাটোকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে কারন সার্ক জাতিসংঘের শান্তি মিশনে প্রায় ৩৫ শতাংশ সেনা একাই পাঠায়। রাশিয়া,ভারত, চীন ও পাকিস্তান এই চারটি পরমাণু শক্তিধর দেশ যদি নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সহ সব ঝামেলার সমাধান করে জোট গঠন করে তা রীতিমতো সমস্যায় ফেলবে ন্যাটোকে। কিন্তু সমস্যা হল এশিয়ার দেশ গুলোর মধ্যে ঐক্য নেই। ভারত,চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে ঝামেলা সবাই জানে। ধর্ম, সীমান্ত নিয়ে এই ঝামেলার কারনে নিজেদের মধ্যেই পরমাণু হামলার হুমকী দেয়। যা বাইরের দেশগুলোর জন্য সুবিধা করে দেয়।এই মহূর্তে বিশ্বে ন্যাটোর মত শক্তিশালী কোন মিলিটারি গ্রুপ নেই। অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক কারনে এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে অনেক জোট রয়েছে যেমন এসসিও, বিমস্টেক, সার্ক, এশিয়ান কিন্ত এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে কোন মিলিটারি জোট নেই এখনও। এশিয়াতে চীন, ভারত ও রাশিয়ার মত শক্তিশালী পরমানু ক্ষমতা সম্পন্ন দেশ থাকতেও কেনো এখনও কোন মিলিটারি জোট নেই? কেনই বা এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী মিলিটারি জোট দরকার? বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কী এশিয়ান দেশ গুলোর মধ্যে মিলিটারি জোট তৈরির পরিস্থিতি কী তৈরি হচ্ছে??

যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় দেখতে পাবেন বেশীরভাগ ইউরোপীয়ান দেশগুলিই এশিয়ান দেশগুলিকে শাসন করেছিল। খুব কম সংখ্যক এশিয়ান দেশই ইউরোপীয়ানদের মত নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয়ান দেশগুলি ও আমেরিকা অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে থাকে। এরপরই তারা নিজেদের সীমানা ছাড়িয়ে এশিয়া ও আফ্রিকা তে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে।অর্থাত এইসময় বিশ্বজুড়ে শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলি নিজেদের কলোনী তৈরি করতে থাকে। কোন দেশ দখল করে সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের কাজে লাগানো এবং সেই দেশের লোকেদের কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করাই ছিল দেশ গুলির লক্ষ্য। পশ্চিমারা নিজেদের দেশের পন্য কম দামে পূর্বের দেশ গুলিতে বিক্রি করতে শুরু করে যার ফলে পূর্বের দেশগুলোর নিজস্ব পন্যের বাজর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাথে সাথে দেশগুলিতে নিজেদের সংস্কৃতি প্রচার করত পশ্চিমারা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশই পশ্চিমের অধীনে ছিল ও কিছু কিছু দেশে অল্প পশ্চিমা শাসন ছিল, তাই মোটের উপর বলতে গেলে ১৮০০ শতক থেকে পূর্বের দেশ গুলির উপর ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, ইটালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস সহ আরও অনেক দেশের প্রভাব ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কলোনাইজড দেশগুলি ধীরে ধীরে স্বাধীন হতে থাকে কিন্তু আজও পূর্বের দেশগুলির উপর আমেরিকা ও ইউরোপের প্রভাব রয়ে গেছে। যেমন সম্প্রতি ইরাক ও সিরিয়া যুদ্ধে ব্রিটেনের অংশ নেওয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেড়িয়ে যাওয়া, যাকে ব্রেক্সিট বলা হয়, অনেকটাই ব্রিটেনে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রমানই পাওয়া যায়।

১৯২০ সালে ইরাক তৈরি হওয়ার পেছনেও দায়ী ব্রিটেনই। সেইসময় তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের তিনটি প্রদেশকে নিয়ে ইরাক দেশ তৈরি করে ব্রিটেন। সেজন্য ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়ে ব্রিটেন ভেবেছিল আরও একবার ইরাকের ভাগ্য রচনা করতে পারবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন বেড়িয়ে গেছিল কারন ব্রিটেন মনে করে ব্রিটিশ জাত্যাভিমান ইউরোপের থেকেও বড়। ইউরোপ মহাদেশের অংশ হয়েও ব্রিটেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য মনে করে। ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বরিস জনশনের মতে গ্লোবাল ব্রিটেন পৃথিবীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্রিটেন এখন তাদের পূর্বের কলোনী দেশগুলোর সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবে। কথাটা ভাল করে পড়ুন গ্লোবাল ব্রিটেন, কলোনী এসব শব্দ গুলো ইঙ্গিত দেয় পুরোনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা। ব্রিটেন সম্পর্কে একটা কথা বলা হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না। তাই এত বড় পুরোনো সাম্রাজ্যের কথা ব্রিটেন সহজে ভুলতে পারে নি। যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে আমেরিকা অতীতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধী ছিল কিন্তু বর্তমানে তারাই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে অসংখ্য সামরিক বেস রয়েছে আমেরিকার এবং বিশ্বের অর্থনীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা। অর্থাত সরাসরি না হলেও গোটা বিশ্বের উপর একটা প্রভাব রয়েছে আমেরিকার। সাম্রাজ্যেবাদের একটা ছায়া যে বিশ্বে এখনও রয়েছে তা সবাই বুঝতে পারছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারনা ভবিষ্যতে আবারও হয়ত বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ছায়া পড়তে পারে, প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তো বটেই। যার অন্যতম বড় উদাহরণ রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ। সেইজন্য এটাই সেইসময় যখন পূর্বের দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগঠন তৈরি করা দরকার যাতে ইতিহাস দ্বিতীয়বার একই ভাবে না লেখা হয়।

অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিশালী জোট গঠন করলে পূর্বের দেশগুলোতে কোন পশ্চিমি দেশ গুলি প্রভাব ফেলতে পারবে না। বরাবরই পূর্বের দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ রাজনীতি তে আমেরিকার মত দেশগুলি নিজেদের জড়িয়েছে। লিবিয়া, ইরাক, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান সব দেশগুলোতেই আমেরিকা এসেছে যুদ্ধ করতে এবং ফলাফল কী হয়েছে দেশগুলি অর্থনৈতিক ভাবে অনেক পিছিয়ে গেছে। হ্যাঁ আফগানিস্তানে আক্রমনের যথেষ্ট কারন আছে আমেরিকার। ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১ আমেরিকার ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের মূলে ছিল আলকায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেন। তাকে নিরাপদ আশ্রয় দেবার করনে আফগানিস্তান আক্রমণ করে আমেরিকা কিন্তু বাকী দেশগুলোতে যেচে এসেছে আমেরিকা। তাই ন্যাটোর বীপরীতে একটি সামরিক জোট অবশ্যই দরকার এশিয়ান দেশগুলোর জন্য যা শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করবে। এশিয়াতেই ভারত, চীন ও রাশিয়ার মত শক্তিশালী পরমানু ক্ষমতা সম্পন্ন দেশ রয়েছে। রাশিয়া ইউরোপের দেশ বটে কিন্তু রাশিয়ার বেশীরভাগ অংশই এশিয়াতে রয়েছে। এশিয়াতে ইতিমধ্যে কিছু কিছু জোট রয়েছে:-

** এসসিও :- এর পুরো নাম সাংহাই কোঅপারেশন অরগানাইজেশান। অফিসিয়ালি জুন, ২০০১ এ এর উতপত্তি হলেও ১৯৯৬ সালে চীনের সাংহাই শহরে পাচটি দেশ যৌথভাবে এই গ্রুপ তৈরি করে। ২০১৭ তে ভারত ও পাকিস্তান এই গ্রুপে যোগ দেয়। উজবেকিস্থান, কাজাকিস্তান, কিরগিঘস্তান, চীন, তাজাকিস্তান, ভারত, পাকিস্তান ও রাশিয়া এর সদস্য। জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক জোট। পৃথিবীর মোট জিডিপির ২০ শতাংশ এসসিও নিয়ন্ত্রণ করে। সবচেয়ে বড় কথা এই গ্রুপে ভারত, চীন, রাশিয়া ও পাকিস্তান চারটে নিউক্লিয়ার পাওয়ার দেশ রয়েছে।

** বিমস্টেক:- ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড কে নিয়ে গঠিত এই জোট পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ বা ১.৫ বিলিয়ন লোকের জায়গা। বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের উতস এই দেশগুলোই।

** সার্ক :-- দক্ষিণ এশিয়ান আঞ্চলিক সহযোগীতা এই সংস্থার সদস্য দেশ গুলি হচ্ছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল,পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এই দেশ গুলির মিলিত সেনা, আঞ্চলিক জোট গঠনে ব্যাপক কার্যকর।

** এসিয়ান:- ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম এই দেশ গুলো যৌথভাবে এসিয়ান নামক জোট গঠন করেছে। এই এসিয়ান দেশ গুলোর জিডিপি রীতিমতো ইর্ষন্বীয়। প্রায় ৯.৭৩ ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি এই দেশ গুলোর।

এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন আমেরিকা সহ ন্যাটো কখনওই চায় না তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য কোন দেশ আসুক কিন্তু তারা অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবশ্যই জড়ায়। ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কিউবা গোপন চুক্তি করে পরমানু মিসাইল ঘাঁটি করার কিন্তু আমেরিকা বাধা দেয় যা নিয়ে সেইসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে প্রায় পরমানু যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সেসময়। এখন যেমন আমেরিকা চীনকে আটকাবার জন্য ভারতের সাথে ভাল ব্যবহার করছে কিন্তু আমেরিকার কাজ মিটে গেলেই তারা সরে যাবে যার উদাহারণ পাকিস্তান। সুতরাং এশিয়ান দেশগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী মিলিটারি গ্রুপ দরকার।

পূর্ব ও পশ্চিম দেশগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি, ভাষা, বিচারধারা সম্পূর্ণ আলাদা। হ্যাঁ শুধু এর ভিত্তিতে জোট গঠন উচিত নয় কিন্তু কোন এলাকার ভাষা, সংস্কৃতি দেশের উপর একটা প্রভাব ফেলে। যেমন ধরুন সম্প্রতি হওয়া রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধে, ইউক্রেন থেকে অসংখ্য মানুষ দেশ ছেড়ে সীমান্ত হয়ে অন্য দেশে যাচ্ছিল তখন তাদের সাথে থাকা ভারতীয় ও আফ্রিকান মানুষদের সাথে পোল্যান্ড সীমান্তে অনেক বাজে ব্যবহার করা হয়েছিল কারন পশ্চিমি সংস্কৃতি ও পূর্বের সংস্কৃতি আলাদা, তাই ইউরোপীয়ানদের কাছে ইউক্রেনের মানুষদের প্রধান্য বেশী। ন্যাটো কখনওই পূর্বের সংস্কৃতি বুঝতে পারবে না। সুতরাং এশিয়ার জোট গঠন অবশ্যই দরকার যাতে পশ্চিমা প্রভাব থেকে এশিয়ান দেশ গুলো মুক্ত হতে পারে। এবার ভৌগোলিক দিক দিয়ে যদি বিচার করা হয় দেখবেন এখানে রয়েছে ভারত মহাসাগর যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যাস্ততম বানিজ্যিক রুট বলা হয়। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ক্রুড অয়েল ট্রান্সপোর্টের প্রায় ৮০ শতাংশ এবং বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক বানিজ্যের মোট ৬০ শতাংশ এখান দিয়েই হয়। তাছাড়া এশিয়া তে থাকা দক্ষিণ চীন সাগর ও খুব গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক রুট যেখান দিয়ে পৃথিবীর তিনভাগের এক ভাগ বানিজ্য হয়। সুতরাং এই পুরো এলাকার নিরাপত্তার জন্য জোট দরকার। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ চীন সাগর খুব বিপদজনক জায়গায় পরিনত হয়েছে কারন এখানে চীন নিজেদের অধিকার দাবি করে আসছে। যারজন্য আমেরিকা সহ ন্যাটোর বাকী দেশগুলির নেভি এখানে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। দক্ষিণ চীন সাগরের বায়োডাইভারসিটি এত বেশী যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েক লাখ মানুষ মাছের জন্য এর উপর নির্ভরশীল। চীনের সাথে ঝামেলার জেড়ে এখানে মানুষদের জীবিকা বিপদে পড়েছে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে জোট গঠন করতে হলে প্রথমে এইসব ঝামেলা আলোচনার মাধ্যমে মেটানো দরকার।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০৮ সংখ্যা ০৮ জানুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ২২ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভিড়ের মাঝে মীনাক্ষী, ট্যুইটে প্রশ্ন কুণালের

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার বিধানসভা বাম শূন্য হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম বাংলার বিধানসভায় নেই কোনও বাম বিধায়ক। এর নেপথ্য ছিল মমতা ও তৃণমূল বিরোধী বাম ভোট চলে গিয়েছিল বিজেপির বাক্সে। এক কথায় বামের ভোট গিয়েছিল রামের ঝুলিতে।এদিন ট্যুইটারে কুণাল লিখেছেন, 'ব্রিগেড নিয়ে সিপিএম যেন মাতামাতি না করে। ক'জন যাচ্ছেন, সেটা বড় কথা নয়। ব্রিগেডে গেলেও কমরেডরা ওই পার্টিকে ভোট দিচ্ছেন না, এটা প্রমাণিত। কিছু কমরেড বিজেপিকে ভোট দেয়। এর আগেও সিপিএমের ব্রিগেডে দেখা গিয়েছে কিছু লোক, অথচ ভোট কম, আসন শূন্য। সেই ভোট বিজেপিতে গিয়েছে। সিপিএম আগে তাদের নিজস্ব ভোট ফেরাক।' অপর এক ট্যুইটে তিনি লেখেন, 'যাঁরা আজ লালঝান্ডা নিয়ে হাঁটবেন, চক্ষুলজ্জায় বলতে পারবেন না, তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ, যাঁদের বাড়িতে কন্যাশ্রী, সবুজসাথী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান। তাঁরা ভোট দেবেন তৃণমূলকে। আর বাকি যারা অন্ধ তৃণমূল বিরোধী তাঁদের ভোট যাবে বিজেপিতে। সিপিএমের ক্ষমতা থাকলে ৪২টা আসনে একা লড়ুক, জামানত জব্দ হবে, শূন্য পাবে। তাহলে ব্রিগেডের ভ্যালু কী আছে, ব্রিগেডের ভ্যালু নেই।'

কিন্তু সেই নির্বাচনের পরে অনুষ্ঠিত বেশ কিছু বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলে এবং পুরসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছে বিজেপিকে পিছনে ফেলে রাজ্য রাজনীতির বিরোধী পরিসরে ফের ফিরে আসছে বামেরা। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বেশ কিছু জেলায় এই ছবি দেখা গিয়েছে। সেই কারণেই এদিন গোটা রাজ্য তাকিয়ে ছিল ব্রিগেড পানে। কত ভিড় হয় তা দেখার জন্য। সেই পরীক্ষায় সসম্মাণে পাশ করে গিয়েছেন মীনাক্ষী মজুমদাররা। ভরা ব্রিগেডের ছবি বলে দিচ্ছে, বাম সমর্থক অটুট। কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন ঘুরছে, ব্রিগেড সফল হলেই কী ২৪'র ভোটে বাম ফিরবে বামেদের বাক্সে? সেই প্রশ্নে কটাক্ষ হেনেছেন কুণাল ঘোষও। কেন প্রশ্ন উঠছে? একুশের ভোটের আগেও ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছিল বামেরা। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হয়েছিলেন ব্রিগেডে। লাল পতাকার কর্মী সমর্থকদের ভিড় দেখে বিধানসভায় ভাল ফল করা নিয়ে বেশ আশাবাদী হয়ে পড়েছিলেন বাম নেতা থেকে কর্মীরা। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, ভোটে সেই ভিড়ের প্রতিফলন দেখা যায়নি। বাংলার বিধানসভা থেকে কার্যত " হয়ে যায় বামেরা। তাই এদিন যে ভিড়ই হোক না কেন, ২৪'র ভোটে এই ভিড়ের আদৌ কোনও প্রতিফলন দেখা যাবে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ব্রিগেডে আসা অনেক বাম কর্মী সমর্থকেরাও এই প্রশ্ন এদিনব বারে বারে আউড়ে গিয়েছেন, 'ভোট কী ফিরবে'? আর তাই বামেদের এই ব্রিগেডকে এদিন চূড়ান্ত কটাক্ষ হেনেছেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

শাহজাহান দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নন, দাবি সন্দেশখালির বিধায়কের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা: শেখ শাহজাহান কোথায়? এই প্রশ্ন ঘিরে নানা কথা উঠে আসছে। এবার 'পলাতক' তৃণমূল নেতার বিষয়ে মুখ খুললেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাত।ইতিমধ্যে 'পলাতক' শাহজাহানকে খুঁজতে লুকআউট নোটিসও জারি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দুদিন কেটে গেলেও শাহজাহান কোথায় আছেন, কেউ বলতে পারছেন না। কিন্তু এর মধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শাহজাহানের 'ঘাঁটি'র হদিশ দিয়ে ফেলেছেন। বিরোধী দলনেতার কথায়, শাহজাহানের নামে লুকআউট নোটিস জারি করেছে ইডি। এমনকী বাংলাদেশ সরকারকেও জানিয়ে রেখেছে। তাই সন্দেশখালি ছেড়ে পালাতে পারেননি শাহজাহান। এলাকাতেই আছেন তিনি। হাজি সিদ্দিক মোল্লার বাড়িতে গা দিয়ে আছেন শাহজাহান। সুকুমারবাবু বলেন, "আমাদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেননি। তাঁর কাঁধে এত দায়িত্ব রয়েছে।তিনি জেলা কর্মাধ্যক্ষ, সন্দেশখালি ১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি। তাঁর অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ আছে। ফলে তিনি কৌশলী হয়ে আইনি পদ্ধতিকে গ্রহণ করার জন্য চুপচাপ রয়েছেন। তাই তিনি সামনে আসছেন না। কিন্তু তাঁর উকিল, সেই আইনি পথ গ্রহণ করছেন। তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নন।"

শুক্রবার ইডি অভিযান নিয়ে বিধায়ক জানান, সাত সকালে বিনা নোটিশে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে এসে তালা ভাঙতে গিয়েছিল ইডি। তাদের দেখে গ্রামের মানুষ ভেবেছিলেন গুন্ডারা এসেছে। তাই মানুষ জড়ো হয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেছে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বীণার ঝংকারে উঠে আসে ধ্বনি বা নাদ। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর ভক্তরা সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করলে বীণার ধ্বনি শুনতে পান। বীণার সুর মধুর। পূজার্থী বা বিদ্যার্থী বা শিক্ষার্থীর মুখ নিঃসৃত বাক্যও যেন মধুর হয় এবং জীবনও মধুর সংগীতময় হয় এ কারণেই মায়ের হাতে বীণা। হাতে বীণা ধারণ করেছেন বলেই, তার অপর নাম বীণাপাণি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অস্ট্রিক গোষ্ঠীরই উত্তরাধিকারী বর্তমানের সাঁওতাল বা আদিবাসী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সুন্দরবনের বুকে জাতপাতের বিচারে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত রেহাই পায়নি কেউ। একশ্রেণীর সুবিধাবাজ স্বার্থনেশি মানুষ ,নিজের সুবিধার্তে ভাগ করেছিল জাতিগত বৈষম্য।সেই রীতি রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকে আজও প্রচলিত আছে।তবে সুন্দরবন সংলগ্ন বাঙালি ইতিহাসের মধ্যে সনাতন ধর্ম যেমন একটা প্রাচীন ধর্ম বলে আমরা মনে করি। ঠিক তেমনি আদিবাসী সমাজের ধর্ম কি? এ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।প্রকৃতি বা ভুমি হচ্ছে আদিবাসীদের ধর্ম, আমরা অনেকেই সারনা ধর্মের নাম শুনেছি ,আদিবাসীদের ধর্ম হিসাবে।সেই কারণে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র আদিবাসীদেরকে বলা হয়।বাংলার ইতিহাস জানার মূল উৎস হল মহাভারত, রামায়ন এবং সবচেয়ে বড় উৎস হচেছ চর্যাপদ। এইসব কাব্যগ্রন্থের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আদিবাসীদের ধর্ম প্রাচীন ইতিকথা কী এই প্রশ্ন সুন্দরবনে আদিবাসীদের। তবে অল আদিবাসী সাদরি সুষার এসোসিয়েশনের জাতীয় সম্পাদক স্বপন সরদার বলেন বহু প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসীদের ভূমি প্রকৃতি সরল সাদাসিধে মানুষ তাই এদের ধর্মই হচ্ছে সারনা। সুন্দরবন ইতিহাস একাংশে কাছে অস্পষ্ট।এই বিষয়টা জানতে গেলে বাংলার ইতিহাস একাংশে বলতেই হবে,বিশেষ করে গুপ্ত শাসনামল পর্যন্ত। গুপ্ত শাসনামলের আগ পর্যন্ত আমরা কোনকিছুই জোর দিয়ে বলতে পারি না। বাংলার ইতিহাস ঘাঁটলে মগধ শাসনামল থেকে বাংলার রাজাদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়। সে হিসেবে মগধদের প্রথম রাজা আবার আরেক কথায় বাংলার প্রথম রাজা হিসেবে বৃহদ্রথ ই সম্মানটা পান। তারপরেই সিংহাসনে বসেন জরাসন্ধ। কিন্তু জরাসন্ধ ঠিক কবে সিংহাসনে বসেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। আবার এদিক দিয়ে মগধ শাসনামল শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ সালের দিকে, এবং শেষ হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৭৯৯ সালে। বাংলার ইতিহাসে তারাই সবচেয়ে বেশি সময় ধরে শাসন করেছিল। তারপরে আসে প্রাদ্যত বংশ। এবং তাদের একটা ভয়ানক নিয়ম ছিলো যে, যুবরাজ রাজাকে নিজ হাতে হত্যা করার পরেই সিংহাসনের দখল পাবে। তাদের পরে একে একে আসে শিশুং, নন্দ, মৌর্য। একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, মৌর্য শাসনামলের স্থায়িত্ব কম হতে পারে কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিলো অনেকদূর। পুরাণ ঘাঁটলে পাওয়া যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান তো বটেই সেই সাথে ভূটান, নেপাল, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, ইরান ও তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। তারপরে আসে শুং, কণভ, গুপ্ত। গুপ্ত শাসনামলের বিখ্যাত এক রাজার নাম আমরা হয়ত সবাই জানি, চন্দ্রগুপ্ত ২য়, যিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন। তারপরে গৌড়, খড়গ, পাল, চন্দ্র এবং সেন। তারপরেই বাংলায় মুসলিম শাসনামল শুরু হয়। কিন্তু মুসলিম শাসনামলেও কিছু শাসক বাংলা শাসন করেছেন স্বাধীনভাবে। সেন বংশেরই দুজন রাজা বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন ছিলেন সেন বংশের শেষ দুজন রাজা। তারপরে আসে দেব বংশ। দেব বংশের দশরথদেব ১২৮১ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। তারপরের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। এই গেল আমাদের প্রাচীন বাংলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বাংলা ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে জাতিগত বৈষম্য ও ধর্ম আলোচ্য ইতিহাস! সেই কারণেই

জাতভেদ প্রথার আলোচনার শুরুতেই জানতে হবে, এই প্রথার প্রচলন শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ধর্মালম্বী জনগোষ্ঠীতেই প্রচলিত। পৃথিবীর একটি অঞ্চলের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের সনাতনী সংস্কৃতি, তাই অন্যদের অনুধাবনের অন্তরায়।কিন্তু উপমহাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর কারণে সংখ্যার দিক দিয়েও বিশেষ অবস্থানের কারণে ভাবতেই হয়।এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদি এবং প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী আদিবাসীরা সুপ্তভাবে লুকিয়ে রয়েছে।এই সব ইতিহাস লেখার মতন তৎকালীন যুগে কেউ ছিলনা।তাই সুখ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে সব কথাগুলো অনিশ্চিত ভাবে লেখা হয়েছে,বেশিরভাগটাই সম্ভবত হিসেবে ধরে নেওয়া ইতিহাস বাংলা।একদিকে আদিবাসী আর অন্যদিকে হিন্দু। আদিবাসীরা আদবে হিন্দু নয়, একথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা আছে।

হিন্দুধর্ম মতাবলম্বীদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা মানবজাতির কর্মভেদে পাঁচটি বর্ণে বিভক্ত করেছিলেন। সেই পাঁচবর্ণ হলো, ১) ব্রাহ্মণ, যারা পন্ডিত এবং উচ্চবর্ণ, যএ কিউএরা সমাজের আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ের কাজে নিয়োজিত থাকবে। ২) ক্ষত্রিয়, যারা যোদ্ধা এবং শাসক গোত্র, ৩)বৈশ্য, যারা ভূমির মালিক এবং বণিক সম্প্রদায়, এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৈশ্য সম্প্রদায়ের কৃষিকাজ এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের জন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নিকটতম সম্প্রদায়। ৪)শূদ্র, শ্রমিক এবং শিল্পী সম্প্রদায়, যারা সমাজের কায়িক শ্রমের গোত্র, কামার, কুমার এবং পটুয়া এই সম্প্রদায়ের।৫)অস্পৃশ্য সম্প্রদায়, যাদের দায়িত্ব অবর্জনা পরিস্কার করা; যেমন মৃতদেহ বহন, সৎকার, অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পরিস্কার করা। মেথর, জমাদার, ডোম, চন্ডাল এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, বর্ণ সৃষ্টির আয়োজন যখন দেবতার হাতে, তখন সমাজে নির্দিষ্ট গোত্রভুক্ত হওয়া জন্মগত, কারণ অবস্থানটি ধর্মীয় বিধান, এবং তখন সেটি দৈবপ্রণালী এবং প্রশ্নাতীত। সেইকারণে, জাতভেদ প্রথায় কঠোর ভাবে উত্তরণের পথ বন্ধ। নীচু বর্ণের সম্প্রদায় সমাজের অধিকাংশ ইতিবাচক সুবিধা বঞ্চিত এবং নির্ধারিত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উঁচুবর্ণের অনৈতিক কর্তৃত্ব বিধিসম্মতভাবে পুণ্য আদায়ের লক্ষ্যে পালন করে। তেমনই এক অধিকার আদায়ের লক্ষ্য পূরণের ইতিহাস আজ আমাদের কাছে অজানা নয়।আর সেই থেকে বাংলার বুকে এই জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হিসেবে পালন করছে অনেকেই। তাদেরকে আমরা নিম্ন জাতি ও নিচু নজরে দেখি।তারা হচ্ছে বাংলার ভূমি সন্তান ও আদিবাসী।আর ভূমির সম্পদ ও ভূমির সন্তানদের কথা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বাংলা বুকে।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন। ইংরেজ শাসন, জমিদার এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠে বীরভূমের মাটিতে। নেহায়েত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আধুনিক বন্দুক কামানের মুখোমুখি হয়েও কাঁপিয়ে দিল ব্রিটিশ মসনদ। সিধু, কানু, চান্দ ও ভৈরবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক বছরের মাথায় বিদ্রোহ স্তিমিত হলো বটে। কিন্তু গোটা ভারতের মোহনিদ্রা ভেঙে দিয়ে গেলো। জন্ম নিলো অধিকার সচেতনতা। তার দলিল ঠিক পরের বছর থেকেই এই মাটিতে একের পর এক বিদ্রোহ। বিপ্লব ছোঁয়াচে রোগের মতো কী না! ইতিহাসের পাতায় ঘটনাটি সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সান্তাল হুল নামে স্বীকৃত। আর এর মধ্যে দিয়ে আলোচনায় আসে একটা আদিবাসী জনগোষ্ঠী- সাঁওতাল। এক সময়ে উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার আইল্যান্ড অব্দি বিস্তৃত ছিল অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। নাক চওড়া ও চেপ্টা, গায়ের রং কালো এবং মাথার চুল ঢেউ খেলানো। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর আগেই তারা ভারত থেকে অস্ট্রোলিয়া যায়। সেই অস্ট্রিক গোষ্ঠীরই উত্তরাধিকারী বর্তমানের সাঁওতাল বা আদিবাসী। খুব সম্ভবত সাঁওত বা সামন্তভূমিতে বাস করার কারণে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয়ে পড়েছে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

মেয়ের বিয়েতে সাবেক দুই স্ত্রীকে নিয়ে আমির, নিমন্ত্রণ পাননি ফাতিমা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আমির কন্যা ইরা খানের বিয়ে। তার আগে মুম্বাইয়ে হয়ে গেল গায়ে হলুদ। সেখানে দেখা গেল, সেজেগুজে ইরার গায়ে হলুদে হাজির হয়েছেন আমির খান, ইরার মা অর্থাৎ আমিরের সাবেক স্ত্রী রিনা দত্ত। অন্যদিকে, ইরার গায়ে হলুদে আমিরের পাশে দেখা গেল আরেক সাবেক স্ত্রী কিরণ রাওকেও। গতকাল সকাল বেলা গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে ইরার মা রিনা দত্ত এবং আমিরের দ্বিতীয়া স্ত্রী কিরণ রাওকে একসঙ্গে দেখা গেল। দু'জনের পোশাকেও ছিল রংমিলান্তি। শাড়ির রং ছিল আলাদা। কিন্তু সাজ-পোশাক, স্টাইলে ছিল খুবই মিল। হাতে ছিল উপহারের ঝোলা। এক দিকে যখন ইরার দুই মা সাজগোজ করে বিয়ের জন্য তৈরি, তখন নতুন কনে এবং তাঁর বাবা কোথায়?

তবে ইরার গায়ে হলুদের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই কটাক্ষের মুখে পড়েছেন আমির খান। বলিউড অভিনেতাকে নেটিজেনদের সোজা প্রশ্ন, 'প্রেমিকা' ফাতিমা সানা শেখ কি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন?

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ইরা খানের সঙ্গে নুপূর শিখরের জমজমাট বাগদান পর্ব সম্পন্ন হয়। দুই সাবেক স্ত্রী রিনা ও কিরণ রাওকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন আমির খান। মেয়ের জীবনের বিশেষ দিনে কাঁচাপাকা দাড়িতে, পাঠান স্যুটে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'। আমিরের জিম ইনস্ট্রাকটর নূপুর শিখরের সঙ্গেই সাত পাকে বাঁধা পড়বেন ইরা। মুম্বাইয়েই ছিমছাম বিয়ের অনুষ্ঠান। কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর খবর আসে আমির নাকি অভিনেত্রী ফাতিমা সানা শেখের সঙ্গে প্রেমে মত্ত। গুঞ্জনে রয়েছে এবার নাকি ফাতিমাকেই বিয়ে করবেন তিনি!

৫৫ বছর বয়সে মিসেস ইন্ডিয়া ওয়ান ইন আ মিলিয়ন জিতলেন রূপিকা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বয়স যে শুধু মাত্রই একটি সংখ্যা তা আরও একবার প্রমাণ হল, তাও আবার মিসেস ইন্ডিয়া ওয়ান ইন আ মিলিয়ন'-এর মঞ্চে। ৫৫ বছর বয়সী মডেল রূপিকা গ্রোভার জিতে নিলেন বিজেতার খেতাব। রূপিকা পেশায় একজন মডেল, অভিনেত্রী। সমাজের বাধাধরা নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রূপিকার এই জয়ের চর্চা এখন সর্বত্র।

জম্মুতে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা রূপিকার। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের টানে ভূস্বর্গ ছেড়ে এসেছিলেন মুম্বাইতে। বিনোদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। এমনকি সংসারও শুরু করেন। রূপিকার দুই ছেলে রয়েছে। পশুদের নিয়েও কাজ করছেন রূপিকা দীর্ঘদিন, তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জুড়ে আছেন এলাকার একাধিক এনজিও'র সঙ্গে। রণবীর সিং, অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন রূপিকা। তবে ৫০ পেরিয়ে মিসেস ইন্ডিয়ার অংশ হওয়া নিসন্দেহে ছিল তার জন্য একটি সাহসী পদক্ষেপ। ফ্যাশন শো-তে অংশ নেওয়ার জন্য কড়া প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। কোরিওগ্রাফার সন্দীপ সোপারকার এবং ফ্যাশন ডিরেক্টর-প্যাজেন্ট প্রশিক্ষক কবিতা খারায়াত-সহ অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের সাহায্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। নিজের কথা বলা, হাঁটা সমস্তটাই বদলে নিয়েছিলেন গত কয়েক মাসে, যা তার জয়ের পথকে শুধু প্রশস্তই করেনি, বাড়িয়েছে মনোবলও। মিসেস ইন্ডিয়া ওয়ান ইন এ মিলিয়ন ২০২৩-এর মুকুট জেতার পাশাপাশি, রূপিকা 'বোল্ড অ্যান্ড বিউটিফুল ক্লাসিক', 'ফিট ক্লাসিক' এবং 'ট্যালেন্টেড ক্লাসিক'-সহ একাধিক খেতাব জিতেছেন। রূপিকার সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় মুকুট জয় নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে সব বয়সী নারীদের জন্যই। এটি প্রমাণ করে যে কঠোর পরিশ্রম, নিজের স্বপ্নে বিশ্বাস এবং একটি সাহসী পদক্ষেপ দিয়ে যে কেউ তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে। সঙ্গে তার জয় বার্তা পাঠায় যে, সৌন্দর্য কোনও বয়স বা জায়গার সীমানা মানে না। রূপিকা গ্রোভারের মতো নারীরা বরাবরই সমাজের বাধাধরা নিয়মকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

শাহরুখকে কেন খুন করতে চেয়েছিলেন গৌরির ভাই?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায় ৩০ বছরের দাম্পত্যজীবন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান ও তার স্ত্রী গৌরি খানের। তাদের প্রেম-কাহিনি এখন অনেকেরই জানা। ১৯৯১ সালের ২৫ অক্টোবর বিয়ে করেন এই জুটি। পাঞ্জাবি পরিবারের মেয়ে গৌরি ও মুসলিম পরিবারের ছেলে শাহরুখ। তবে ধর্ম কোনও দিনই তাদের ভালবাসায় অন্তরায় হতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম ছেলে শাহরুখের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি ছিল গৌরির পরিবারের। অনেক উপায়ন্তর করে গৌরিকে বিয়ে করেন শাহরুখ। তবে হিন্দু পরিবারের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করায় গৌরির ভাইয়ের এক সময় চক্ষুশূল হতে হয় শাহরুখকে। চূড়ান্ত বিদ্বেষ, শাহরুখকে দেখলেই নাকি খুনে রাগ পেয়ে যেত গৌরির ভাইয়ের।

যখন ২৬-এ পা দিলেন শাহরুখ, গৌরি তখন ২১। সেই সময় পরিবারের সঙ্গে শাহরুখের আলাপ করান গৌরি। শাহরুখ ভিন্ন ধর্মের বলেই আপত্তি ছিল গৌরির ভাই বিক্রান্ত ছিব্বড়ের। এক সাক্ষাৎকারে গৌরি বলেন, "আমার ভাই বিক্রান্তের চক্ষুশূল ছিল শাহরুখ। যদিও মানুষ হিসেবে আমার ভাই শান্ত প্রকৃতির, উদার। কিন্তু শাহরুখকে দেখলেই ওর মুখ-চোখ লাল হয়ে যেত। আসলে আমাকে নিয়ে ভীষণ স্পর্শকাতর ছিল ও। মনে মনে কতবার যে শাহরুখকে ও খুন করেছে, তার কোনও কুল কিনারা নেই।"

শুধু যে রাগ দেখিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন এমনটা নয়, শাহরুখকে মারার হুমকি পর্যন্ত দেন তিনি। কিন্তু গোটা ঘটনায় শাহরুখের কী প্রতিক্রিয়া ছিল? গৌরি জানান, গোটা বিষয়টা নিয়ে অবগত ছিলেন শাহরুখ। তবে কখনও পাল্টা রাগ দেখাননি অভিনেতা। গৌরির ভাইয়ের প্রায় চার বছর সময় লাগে শাহরুখকে মেনে নিতে।

বিলাসবহুল বাংলো কিনে আলোচনায় জন আব্রাহাম

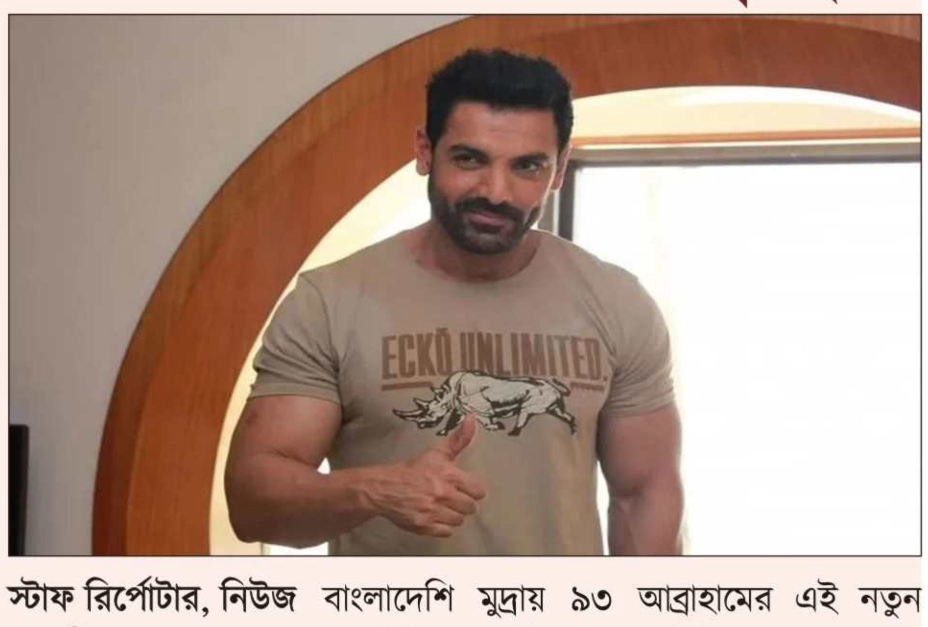

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন বছরের শুরুতেই ভক্তদের দারুণ এক সুখবর দিয়েছেন বলিউড তারকা জন আব্রাহাম। শোনা যাচ্ছে, বিলাসবহুল এক বাংলো কিনেছেন তিনি। ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, মুম্বাইয়ের খার এলাকায় অবস্থিত জন আব্রাহামের নতুন এই বাংলো। ১৩ হাজার ১৩৮ স্কয়ার ফুটের বাংলোটির মূল্য ৭০ কোটি ৮৩ লাখ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯৩ কোটি টাকার বেশি।

এ বাংলোটি পারভীন নাতালাল শাহ ও তার পরিবারের কাছ থেকে কিনেছেন জন আব্রাহাম। তারা সবাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। গত ২৭ডিসেম্বর এ বাংলোর রেজিস্ট্রেশন করা হয়। প্রসঙ্গত, মুম্বাইয়ের খার এলাকার লিঙ্কিং রোডে অবস্থিত জনের এই নতুন বাংলো। যেটি কিনা মুম্বইয়ের সবচেয়ে ব্যস্ত হাই স্ট্রিটগুলোর মধ্যে একটি। অর্থাৎ জন আব্রাহামের এই নতুন বাড়িটি শহরের প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। এলাকাটি শুধুমাত্র তার বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্যই পরিচিত নয়, এই এলাকায় বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'পাঠান'। গত বছর মুক্তি পায় এটি। সিনেমাটি মুক্তির পর বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলে।

বার্মিংহ্যাম সিটিতে

১৫ ম্যাচ পরই চাকরি হারালেন রুনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দলের একের পর এক হারে চাকরি ধরে রাখতে পারলেন না ওয়েইন রুনি। কোচের পদ থেকে সাবেক এই ইংলিশ ফরোয়ার্ডকে বরখাস্ত করল চ্যাম্পিয়নশিপের দল বার্মিংহ্যাম সিটি। ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরের দলটি এক বিবৃতি দিয়ে ৩৮ বছর বয়সী রুনির সঙ্গে চুক্তি বাতিলের কথা জানায়।

১৫ ম্যাচ ও ৮৩ দিন পরই শেষ হয়ে গেল রুনির বার্মিংহ্যাম অধ্যায়। সাড়ে তিন বছরের চুক্তিতে গত ১১ অক্টোবর তাকে নিয়োগ দিয়েছিল দলটি। তখন চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলে ষষ্ঠ স্থানে ছিল বার্মিংহ্যাম। সেখান থেকে দলটি এখন নেমে গেছে ২০ নম্বরে। সবশেষ সোমবার তারা ৩-০ গোলে হারে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে। রুনির কোচিংয়ে ১৫ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতেই হেরেছে বার্মিংহ্যাম, জয় স্রেফ ২টি ও ড্র ৪টি।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রেকর্ড গোলস্কোরার রুনি ২০২০ সালের নভেম্বরে ডার্বি কাউন্টির কোচ হিসেবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৮ মাস দায়িত্ব পালনের পর তিনি যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের ডিসি ইউনাইটেডে। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) দলটির প্লে-অফের আশা শেষ যাওয়ার পর গত অক্টোবরে কোচের পদ ছাড়েন রুনি। এর তিন দিন পরই বার্মিংহ্যামের দায়িত্ব নেন তিনি। কিন্তু লম্বা হলো না সেই অধ্যায়।

এবার সৌদির নিশানায় ১০ জন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শীতকালের দলবদলের বাজার বেশিদিন খোলা থাকে না। তবু অল্প সময়ে অনেক খেলোয়াড় তাদের ঠিকানা বদল করেন। নতুন বছরের শুরুতে খুলেছে সৌদির দলবদলের বাজার। পুরো মাসজুড়ে থাকবে আলোচনা। এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল জল্পনা-কল্পনা। কে কোথায় যাচ্ছেন? কার নতুন ক্লাব কোনটা হতে পারে, সেটা নিয়ে গণমাধ্যমগুলোও ছাপছে নানা প্রতিবেদন। ক্রীড়াবিষয়ক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট গোলডটকম জানিয়েছে, ইউরোপের ১০ খেলোয়াড়ের ওপর দৃষ্টি দিয়েছে সৌদি। যার মধ্যে আছেন মোহামেদ সালাহ, লুকা মডরিচ, ব্রুনো ফার্নান্দেজের মতো তারকা খেলোয়াড়ও।

রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে চলে যাওয়ার পর শুরুটা খারাপ হয়নি ক্যাসেমিরোর। তবে এরিক টেনের অধীনে বর্তমান ইউনাইটেড পথ হারানোয় অনেক খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ শঙ্কার মধ্যে পড়ে গেল। যাদের মধ্যে ক্যাসেমিরোও খুব করে চাইছেন ঠিকানা বদলাতে। কারণ যে আশা নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে পা রেখেছিলেন, সেটা যে পূরণ হওয়ার নয়। উল্টো রেড ডেভিলসরা পথ হারিয়েছে। অবশ্য ক্যাসেমিরোও মাঠে থাকতে পারছেন না। চোট ছিটকে দিয়েছে তাঁকে। ইনজুরির সঙ্গে লড়াই করা আরেক তারকা ম্যানসিটির কেভিন ডি ব্রুইনেকে চোখে চোখে রাখছে আল নাসর। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে দলে টানার পর তাদের স্বপ্নের প্রজেক্ট ডি ব্রুইনে। এই দু'জন ছাড়াও পরিচিত মুখ মডরিচকে কিনতে চায় সৌদির ক্লাবগুলো। যদিও রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তাঁর এক বছরের চুক্তি নবায়ন হয় গত গ্রীষ্মের দলবদলে। কিন্তু তার আগে যে তিনি মাদ্রিদ ছাড়বেন না, সেটারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

একদিকে বয়স বাড়ছে, অন্যদিকে অভিজ্ঞদের ভালো লাগছে সৌদির। সে জন্য বেনজেমা, কান্তে, ফিরমিনোদের মতো মডরিচকেও দেখা যেতে পারে সৌদির কোনো ক্লাবের হয়ে মাঠে নামতে। অবশ্য ইন্টার মায়ামিও তাঁকে কিনতে চায়। মেসি, বুসকেটসদের টানার পর মডরিচকে নিতে পারলে মায়ামির একাদশটা আরও গোছানো হবে। এদের বাইরে ব্রাজিলিয়ানদের প্রতিও বাড়তি টান রয়েছে সৌদির ক্লাবগুলোর। নেইমার যাওয়ার পর পথটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। এর পর আল আহলিতে যোগ দেন রবের্তো ফিরমিনো। সেই পথ ধরে টটেনহাম ছাড়তে পারেন রিচার্লিসন। স্পার্সদের হয়ে খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছে না তাঁর। আর হতাশার বৃত্ত ভাঙতে হয়তো নতুন কোনো ক্লাবের প্রস্তাব ফেলে দিতে পারবেন না। সেটা যদি হয় সৌদির কোনো ক্লাবের, তাহলে তো কথাই নেই। কারণ সৌদির ক্লাবগুলো এখন ইউরোপের তারকা কিনতে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ঢালছে।

যাদের ওপর নজর

ক্যাসেমিরো, কেভিন ডি ব্রুইনে, ব্রুনো ফার্নান্দেজ, অ্যান্থোনি মার্শিয়াল, কিলিয়ান এমবাপ্পে, লুকা মডরিচ, রিচার্লিসন, মোহামেদ সালাহ, রাফায়েল ভারানে ও সানচো

৩১৭- সর্বশেষ গ্রীষ্মের দলবদলে বিশ্বের বিভিন্ন লিগ থেকে ৩১৭ জন খেলোয়াড় সৌদির প্রো লিগে যোগ দিয়েছিলেন।

গত দলবদলে যোগ দেওয়া উল্লেখযোগ্য নাম

খেলোয়াড়-বর্তমান ক্লাব সাবেক ক্লাব

নেইমার-আল হিলাল পিএসজি

ফিরমিনো-আল আহলি লিভারপুল

বেনজেমা-আল ইত্তিহাদ রিয়াল মাদ্রিদ

কান্তে-আল ইত্তিহাদ চেলসি

সাদিও মানে-আল নাসর বায়ার্ন

মায়োর্কাকে হারিয়ে লিগ টেবিলের

শীর্ষস্থান মজবুত রিয়াল মাদ্রিদের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে দারুণ লড়াই করল মায়োর্কা। কিন্তু তাদের দুইটি প্রচেষ্টা লাগল পোস্ট ও ক্রসবারে। পোস্ট বাধা হয়ে দাঁড়াল রিয়ালের সামনেও। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠিকই জালের দেখা পেল তারা। মজবুত করল লা লিগার শীর্ষস্থান।

নতুন বছরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ০৩ ডিসেম্বর রাতে মায়োর্কাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেছেন আন্টোনিও রুডিগার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের অপরাজেয় যাত্রা বেড়ে দাঁড়াল ১৮ ম্যাচে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর লিগে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠে ৩-১ গোলে হারের পর এই তেতো স্বাদ আর পেতে হয়নি তাদের।

পাঁচ ডিফেন্ডার নিয়ে রক্ষণ জমাট রেখে খেলতে থাকা মায়োর্কার বিপক্ষে চতুর্দশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় রিয়াল। ডান দিক থেকে লুকা মদ্রিচের ক্রসে বক্সে জুড বেলিংহ্যামের ডাইভিং হেড অনায়াসে ঠেকান গোলরক্ষক প্রেদ্রাগ রাইকোভিচ। ছয় মিনিট পর সুবর্ণ সুযোগ হারান চোট কাটিয়ে প্রায় দুই মাস পর ফেরা ভিনিসিউস জুনিয়র। মদ্রিচের পাস বক্সে খুঁজে পায় ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে, কিন্তু ওয়ান-অন-ওয়ানে বাইরে মারেন তিনি।

৩৭তম মিনিটে দুর্দান্ত এক সেভে রিয়ালের হতাশা বাড়ান রাইকোভিচ। বক্সের বাইরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ভিনিসিউসের নেওয়া চমৎকার শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন এই সার্বিয়ান গোলরক্ষক। ৪২তম মিনিটে দূর্ভাগ্যের ফেরে গোল পায়নি মায়োর্কা। সতীর্থের ক্রসে বক্সে আন্তোনিও সানচেসের হেড ক্রসবারে লাগে। গোলের জন্য ম্যাচে সফরকারীদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল এটি।

দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে হতাশা দ্বিগুণ হয় মায়োর্কার খেলোয়াড়দের। এবার ২৫ গজ দূর থেকে সামু কস্তার জোরাল নিচু শট পোস্টে লাগে। ৬৯তম মিনিটে রিয়ালের গোল না পাওয়াটা ছিল বিস্ময়কর। বক্সের ভেতর বাঁ দিক থেকে রদ্রিগোর শট হাত বাড়িয়ে ফেরান গোলরক্ষক। ফিরতি বল যায় ব্রাহিম দিয়াসের কাছে, খুব কাছ থেকে তার হেড লাগে পোস্টে।

অবশেষে 'ডেডলক' ভাঙে ৭৮তম মিনিটে। মদ্রিচের দারুণ কর্নারে লাফিয়ে হেডে রিয়ালকে এগিয়ে নেন জার্মান ডিফেন্ডার রুডিগার। মায়োর্কা গোলরক্ষক ফেরানোর কোনো সুযোগই পাননি। বাকি সময়ে আর উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায়নি কেউ, তবে স্বস্তির জয়ে রেয়ালের নতুন বছর শুরু নিশ্চিত হয়ে যায়।

১৯ ম্যাচে ১৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট হলো ৪৮। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জিরোনা। তাদের সমান ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো মাদ্রিদ। আতলেতিকোর সমান ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে আছে শিরোপাধারী বার্সেলোনা। ১৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে আছে মায়োর্কা।

ব্রাজিলের কোচ না হওয়ার

কারণ জানালেন আনচেলত্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কয়েকদিন আগে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছেন ইতালিয়ান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। থাকবেন ২০২৬ সাল পর্যন্ত। কেন ব্রাজিলে না গিয়ে এখানেই চুক্তি নবায়ন করেছেন এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি।

রিয়াল মাদ্রিদে ভালো সময় কাটাচ্ছেন আনচেলত্তি। এই ব্যাপারে আনচেলত্তি বলেন, 'ক্লাব আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছে। চুক্তি নবায়ন করতে পেরে আমি খুশি। আমি জানি না, এবারই আমার রিয়ালের অধ্যায় শেষ কি না। জানি না, আগামীতে কী হবে। হয়তো ২০২৬ পর্যন্ত এখানে আমি থাকব। যেটা সফলতার ওপর নির্ভর করবে। আমি আশাবাদী, ২০২৭-২০২৮ সালেও আমি এখানে কাজ চালিয়ে যেতে পারব, কারণ আমি রিয়ালে থাকতে চাই।'

কাতার বিশ্বকাপে বাজে পারফরম্যান্সের পর কোচ তিতেকে বিদায় করে ব্রাজিল। তখন থেকেই আনচেলত্তিকে নিজেদের কোচ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা। তখন শোনা যাচ্ছিল যে রিয়ালে চুক্তি শেষ হলেই দেশটিতে যোগ দেবেন আনচেলত্তি। তবে সেটা আর হয়নি। এই ব্যাপারে ইতালিয়ান এই কোচ বলেন, 'সবাই জানে যে ব্রাজিলিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। আমার প্রতি আগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি গর্বিত; কিন্তু এটি নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।'

৬ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায়

প্রথম হার জোকোভিচের

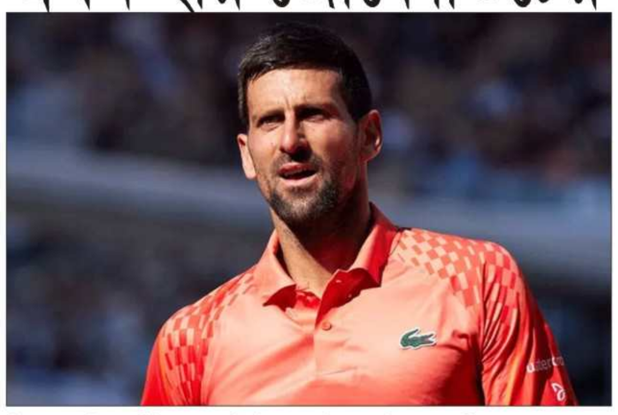

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডান হাতের কব্জিটা ভোগাচ্ছিল, চিকিৎসাও নিলেন, কিন্তু নিজের সেরা ছন্দ ফিরে পেলেন না নোভাক জোকোভিচ। সার্বিয়ান এই তারকা সরাসরি সেটে হেরে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিন্যাউরের কাছে।

ইউনাইটেড কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে ০৩ জানুয়ারি অ্যালেক্সের বিপক্ষে ৬-৪, ৬-৪ গেমে হেরে যান জোকোভিচ। মৌসুমে প্রথম হারের তেতো স্বাদ তো বটেই, অস্ট্রেলিয়াতে ছয় বছরের মধ্যে হারের অভিজ্ঞতা এই প্রথম হলো তার।

এর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে কব্জি নিয়ে দুর্ভাবনাও। আগামী ১৪ জানুয়ারি শুরু হবে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। যে আঙিনায় রেকর্ড ১০বারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ। এবার তিনি নামবেন রেকর্ডটাকে আরেকটু উঁচুতে তোলার লক্ষ্য নিয়ে, কিন্তু কব্জির সমস্যা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে।

০২ জানুয়ারি চেক রিপাবলিকের বিপক্ষে ম্যাচের সময় ডান কব্জিতে চোট পান জোকোভিচ। তবে ঠিকই ২-১ সেটের জয় তুলে নেন পুরুষ এককের র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমান নাম্বার ওয়ান। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সের বিপক্ষে পারলেন না। তাতে অস্ট্রেলিয়াতে টানা ৪৩ ম্যাচের অজেয় যাত্রাও থামল জোকোভিচের।

অস্ট্রেলিয়ায় সবশেষ ২০১৮ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে চীনের প্রতিযোগী চুং হিউনের বিপক্ষে ম্যাচে হেরেছিলেন জোকোভিচ, ওই ম্যাচে কনুইয়ের সমস্যা ভুগিয়েছিল তাকে। বিশ্বসেরাকে হারিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসে ভাসছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের ১২তম স্থানে থাকা অ্যালেক্স।

তিনি জানান, এটা খুবই বিশেষ কিছু। নোভাক অবিশ্বাস্য একজন প্রতিযোগী এবং খেলাটির জন্য সে যা করেছে, দারুণ এবং বিশেষ কিছু। পরাবাস্তব অনুভূতি হচ্ছে। অকল্পনীয় অনুভূতি এবং আমি খুশি যে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে এটা করতে পেরেছি।

সিডনি টেস্টে বিশ্রামে থাকায় সমালোচনা,

যা বললেন আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই হারের পর শেষ টেস্টে শাহিন শাহ আফ্রিদির বিশ্রাম নিয়ে নানান আলোচনা চলছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। তারকা পেসারকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন দেশটির দুই কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিস ও ওয়াসিম আকরাম। অন্যান্য সাবেক ক্রিকেটাররাও মেতেছেন সমালোচনায়। এই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুলেছেন আফ্রিদি নিজেই।

অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম দুই টেস্ট খেলেছেন আফ্রিদি। পার্থে দুই ইনিংস মিলে ২ উইকেট নেওয়ার পর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন দ্বিতীয় ম্যাচে। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ শিকার ধরে পাকিস্তানের জয়ের সম্ভাবনাও জাগিয়েছিলেন তরুণ বাঁহাতি পেসার। তাকে ছাড়াই এবার সিডনিতে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলছে পাকিস্তান। সামনে আরও খেলা থাকায় বিশ্রাম দেওয়ার কথা জানিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন ওয়াসিম ও ওয়াকার। তারা দুজনই মূলত দায় দিয়েছেন আফ্রিদিকে। দুই কিংবদন্তি ফাস্ট বোলারের অভিযোগ, টাকার পেছনে ছুটে টেস্টের চেয়ে টি-টোয়েন্টিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন আফ্রিদি। সিডনি টেস্টের প্রথম দিন খেলা চলাকালে ব্রডকাস্টার চ্যানেলে আফ্রিদি জানালেন, চিকিৎসা বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ীই তাকে বিশ্রাম দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

আফ্রিদি বলেন, আমি দুটি ম্যাচ খেলেছি এবং সত্যি বলতে অনেক বোলিং করেছি। চিকিৎসা বিভাগ শুধু আমার ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করছে। আর টিম ম্যানেজমেন্ট এই ম্যাচ থেকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিসংখ্যানও সাক্ষী দেয় আফ্রিদির পক্ষে। প্রথম দুই টেস্টের চার ইনিংসে ৯৯.২ ওভার বোলিং করেন ২৩ বছর বয়সী পেসার। এই সময়ে দুই দলের আর কোনো বোলার ৭০ ওভারও বোলিং করেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৯.৫ ওভার করেন ন্যাথান লায়ন।

এমবাপের গোলে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলো পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফ্রান্সের সুপার কাপে অন্যরকম রেকর্ড করলো কিলিয়ান এমবাপের ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। দেশটির অন্যতম ফুটবল প্রতিযোগিতাটিতে সর্বোচ্চ ১২ বারের মতো শিরোপা জিতেছে ক্লাবটি। ফ্রান্স কাপ চ্যাম্পিয়ন তুলুজকে ২-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুলে নিয়েছে এমবাপের দল।

ফ্রান্সের পেশাদার ফুটবল প্রতিযোগিতা লিগ-১ এর চ্যাম্পিয়ন দল এবং দেশটির প্রিমিয়ার নকআউট কাপ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলের মধ্যে বাৎসরিক এক ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এতেই অংশগ্রহণ করে দল দুটি।

১৯৪৯ সালে প্রথমবারের মতো আসরটির আয়োজন করেছিল দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। এখন পর্যন্ত মোট ২৮ বার আয়োজিত হয়েছে প্রতিযোগিতাটি।

পিএসজির ঘরের মাঠ পার্ক দেস প্রিন্সেস-এ খেলতে নেমে ম্যাচের ৩ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পিএসজির দক্ষিণ কোরিয়ান মিডফিল্ডার লি কেং-ইন। ম্যাচের ১৮ মিনিটে গোলটি শোধ করার সুযোগ পেয়েছিল তুলুজ। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি দলটির ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল সুজো। পিএসজির ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে সুজোকে বল পাস দিয়েছিলেন তুলুজের মিডফিল্ডার অ্যারন ডোনাম। কিন্তু বলটি ঠিকমতো রিসিভ করতে পারেননি সুজো।

ম্যাচের ৪৪তম মিনিটে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এমবাপে। ব্রাডলি বারকোলার অ্যাসিস্ট থেকে বাঁ-পায়ের দুর্দান্ত শটে তুলুজের জাল কাপান ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা। তার গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পিএসজি। এই গোল নিয়ে চলতি মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ২৩ ম্যাচে ২২ গোল করেন এমবাপে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে নেমে আর কেউ গোল করতে পারেনি। ফলে ২-০ গোলে জয় নিয়েই শিরোপা ঘরে তুলে নেয় পিএসজি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR